নারী শিক্ষা প্রসারে বেথুন স্কুলের ভূমিকা:

কোন কোন মানুষ যুগ সঞ্চিত মূল সমস্যাগুলি কেবলমাত্র চিহ্নিত করে নিশ্চিন্ত বোধ করেন না সমস্যা সমাধানে সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা এরা কখনোই বিস্তৃত হতে পারেন না। উনবিংশ শতকের সমাজ সংস্কারের সময় ভারতবর্ষে এইরূপ এক বিরল মানব প্রতিনিধির আবির্ভাব হয় যিনি মেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থা প্রসারিত করতে অগ্রবর্তী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সর্বতোভাবে। তিনি হলেন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন।অবহেলিত নারী জাতির শিক্ষার উন্মেষে ধর্মশিক্ষা বিহীন আধুনিক ও মানববিদ্যা প্রদানের উদ্দেশ্যে যে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন তা ছিল সেই যুগে একটি চমকপ্রদ ঘটনা।

একটি সমাজের প্রকৃত চিত্র অনুধাবন করা যায় সেই সমাজে নারীর স্থান কোথায় তা থেকে।ভারতীয় সমাজে নারীর স্থান সর্বাপেক্ষা নিম্নে অন্যদিকে সমাজের উন্নতি শুরু হয় নারীকে মর্যাদাদানের মধ্যে দিয়ে।উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতবর্ষের নারী শিক্ষার ধারণা বা নারী শিক্ষার জন্য প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল নিতান্তই আধুনিক চিন্তা।সেকালে এদেশে শিক্ষিতা যে ছিলো না তা নয়, তবে তারা ছিল নিতান্তই ব্যতিক্রমী ও সংখ্যায় অল্প। সাধারণভাবে নারীসমাজ ছিল প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষাবঞ্চিত।

কর্মসূত্রে ভারতে এসেছিলেন বহুভাষাবিদ ও আইনজ্ঞ বেথুন সাহেব। গভর্নর জেনারেল এর আইন সচিব হওয়ায় পদাধিকার বলে তিনি ইংরেজ সরকারের শিক্ষা পরিষদের সভাপতি পদে উন্নীত হন। দেশের মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে গিয়ে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় লক্ষ্য করলেন যে দেশের স্ত্রী সম্প্রদায়ের দুর্দশার অবস্থা। তাই সে যুগের সামাজিক সংস্কারে সময় যখন

কুসংস্কারগুলো দূরীভূত করা হচ্ছে তখন তিনি মহিলাদের শিক্ষার জন্য উদ্যোগী হয়ে ওঠেন।

ইউরোপীয় মিশনারীদের উদ্যোগে খ্রিস্টান মহিলাদের দ্বারা কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল ইতিপূর্বে। ছাত্রীদের ধর্ম শিক্ষাদান সেখানে পাঠক্রম হয়ে উঠছে আবশ্যিক। মূলত নিম্নবিত্ত অনগ্রসর শ্রেণির মেয়েরা সেখানে অর্থনৈতিক সাহায্য লাভের আশায় যোগদান করছে যদিও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই বিদ্যালয়ে প্রবেশের অনুমতি পেত ।কিন্তু সমাজের উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে কন্যাদের শিক্ষিত হবার জন্য এই বিদ্যালয়ে পাঠানো হতো না ধর্মান্তরিত হয়ে যাবার আশংকায়।

নবজাগরণের সূত্রেই মেয়েদের শিক্ষার বিষয়টি সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি করে, হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের অন্দরমহলে প্রবেশ করে এবং বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বেথুন কিন্তু তৎকালীন শিক্ষানুরাগী বাঙালিদের সহযোগিতা লাভ করেন।

বেথুনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন রামগোপাল ঘোষ দক্ষিণা রঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার। তাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় **১৮৪৯** সালের ৭ মে বালিকা বিদ্যালয় (**ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল**)প্রতিষ্ঠিত হয়। মাত্র ২১ জন বালিকা নিয়ে বেথুন তার বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করলেন। বিদ্যালয়ে প্রথম ছাত্রী হলেন পন্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের দুই কন্যা ভুবন মালা কুন্দ মালা।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে বেথুন এর উদ্বোধক ভাষণে ফুটে ওঠে বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য এবং স্বকীয়তা ।ভদ্রঘরের হিন্দু মেয়েদের জন্য ধর্ম শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে বিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্য এবং ধর্মকে শিক্ষাদান থেকে বিলুপ্ত করা ছিল তার উদ্দেশ্য। শিক্ষার মাধ্যমে মাতৃভাষা বাংলা, প্রয়োজনে ইংরেজি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হলেও তা সম্পূর্ণরূপে অভিভাবকের অনুমতি সাপেক্ষে হবে বলে বেথুন ঘোষণা করেন।প্রথাগত শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েদের বিশেষ শিক্ষণীয়ঃ

বিষয়গুলি যেরকম সূচিশিল্প এমব্রয়ডারী অংকন বিদ্যাকে শিক্ষা দানের কথা তিনি ঘোষণা করেন।এছাড়াও কোন সরকারি সাহায্য ছাড়াই বেথুন বিদ্যালয় সূচনা করেন কারণ তার ধারণা সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয় কে প্রতিষ্ঠা কে আরো বিলম্বিত করবে। বিদ্যালয়ের খরচ তিনি একাই বহন করেন এবং দূরে বসবাসকারী বালিকাদের জন্য বিদ্যালয়ে যাতায়াতের জন্য একটি ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থাও করা হয়।

ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠার লগ্নেই নারীশিক্ষা প্রবর্তন নারীর ঐতিহ্যগত ভূমিকায় সমূহ ক্ষতি সাধন করবে এই আশঙ্কায় ঐতিহ্যবাদীরা প্রবল বিরোধিতা শুরু করেছিল। যদিও পরে লর্ড ডালহৌসি সহযোগিতায় সরকারি আনুকূল্য লাভের স্কুল সক্ষম হয়। যদিও বিদ্যালয়ের মূল ভবনটি নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই ১৮৫১ সালে বেথুন সাহেব এর অকালপ্রয়াণ ঘটে। মৃত্যুর পূর্বে উইল করে তিনি বিদ্যালয়কে তার সমস্ত সম্পত্তি দান করে যান। এবং তার মৃত্যুর পরে স্কুলটির নাম বেথুন স্কুল হয় ১৮৫৮ সালে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদকের পদ গ্রহণ করার পর। ১৮৬২-৬৩সালে বাংলার জনশিক্ষা রিপোর্টে প্রথম বেথুন স্কুল নামটি সরকারিভাবে স্বীকৃতি পায়।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারী শিক্ষার যে বীজ রোপণ করেছিলেন তা কাল ক্রমে বিরাট মহিরূহে পরিণত হয় ।১৮৭৮এর আগস্ট মাসে বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে এটি উচ্চ ইংরেজি সরকারি বিদ্যালয় এ পরিণত হয় ।শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ১৮৮১ সালে বেথুন স্কুলের উচ্চক্লাসের সূচনা হয়।অত্যন্ত প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশে ও কোনরকম পরিকাঠামো ছাড়াই এ দেশের সামগ্রিক উন্নতির অঙ্গ হিসেবে বেথুন নারী শিক্ষা প্রবর্তনের মত যে দুঃসাহসিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়েছিলেন স্কুলের ক্রমোন্নতি ও বেথুন কলেজের রূপান্তর তার ভাবনাকে সফল রূপদান করেছিল সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।